দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

51-A

9

গণশিক্ষা কর্মসূচী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আ ন ম ইউসুফ
শিক্ষা সচিব

পটভূমিঃ গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্ত-বায়ন বর্তমান সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিগত বিএনপি সরকারের আমলেও (১৯৮০-৮২) গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সামরিক শাসনামলে ১৯৮২ সালে এ কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। প্রায় ছ বছর পর ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে গণশিক্ষা কর্মসূচী ভিন্ন আঙ্গিকে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে আবার চালু করা হয়। এটি এখনও একটি চালু প্রকল্প যদিও এর তেমন কোন গতি নেই। ইতিমধ্যে বিশেষ করে আশির দশকে সারা বিশ্বে গণশিক্ষার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং ইউ-এনডিপি গণশিক্ষা কর্মসূচীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। গণশিক্ষা কর্মসূচী নতুনভাবে চালু করার আগে ১৯৮০-৮২ সালের প্রকল্প এবং বর্তমানে চালু প্রকল্পের শক্তি এবং দুর্বলতার মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা উপকৃত হব।

অতীতের প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতাঃ ১৯৮০-৮২ সালে বাস্তবায়িত গণশিক্ষা প্রকল্পের শক্তি ছিল এই কর্মসূচীর জন্য রাজনৈতিক অঙ্গিকার। এ ধরনের একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনৈতিক সমর্থন। মোটামুটিভাবে সারা জাতিকে এই কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই কর্মসূচীর কিছু দুর্বল দিকও ছিল। প্রকল্পটি সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে প্রণীত হয়নি। বেশ তাড়াহুড়া করে এটি চালু করা হয়েছিল। ফলে একদিকে যেমন সুষ্ঠু সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেনি, অন্যদিকে নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সংগঠক এবং পরি-দর্শকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন উপকরণ সময়মত এবং সটিকভাবে সরবরাহ করাও সম্ভব ছিল না। সাক্ষরতাই সম্ভব উক্ত প্রকল্পের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাই হোক এতদসত্ত্বেও ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি নাগাদ পরিত্যক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল।

বর্তমানে চালু প্রকল্পটির পিছনে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব ছিল। তাই এই কর্মসূচী সাধারণের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। একটি গতানুগতিক সরকারী প্রচেষ্টা হিসাবেই এটি চিহ্নিত হয়েছে। যদিও গণশিক্ষা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণ ছিল অপর্যাপ্ত। তাছাড়া পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। ফলে এ পর্যন্ত অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।

গণশিক্ষার উদ্দেশ্যঃ গণশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যই নিরক্ষরতা দূরীভূত করা। কিন্তু নিরক্ষরতা অব-সানই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। গণশিক্ষা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। এর একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। গণশিক্ষা শুধু নিরক্ষরতা দূর করে না সামাজিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে। গণশিক্ষা মানুষকে নিয়ে, তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরি-বেশকে নিয়ে। তাই গণশিক্ষার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাক্ষরতা, ব্যবহারিক শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই তিনে মিলে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। গণশিক্ষা প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অসমতা দূরীভূত করে এক স্বনির্ভর সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনে সহায়ক হবে।

সুতরাং গণশিক্ষা প্রচার অভিযানের শুরুতে প্রচলিত আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক-বাস্তবতার সুক্ষ্ম বিশ্লে-ষণের প্রয়োজন এবং এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীভূত করার কর্মসূচী গণশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

কাদের জন্য গণশিক্ষা ঃ সাধারণত দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করতে হবে।

(ক) ১৪ বছর বয়সের কম কিশোর যারা স্কুলে যাবার সুযোগ পায়নি। অথবা প্রাথমিক স্কুল থেকে অকালেই ঝরে পড়েছে এবং

(খ) ১৫-৩৫ বছর বয়সের নিরক্ষর এবং নব্য সাক্ষরতা প্রাপ্ত কিশোর যুবক-যুবতী। নব্য সাক্ষরতা প্রাপ্তদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে তারা আবার নিরক্ষর না হয়ে যায়। তাদের সাক্ষরতা বজায় রাখার জন্য সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী প্রোগ্রাম ফর নিউ লিটারেসি এবং কনটিনিউইং এডুকেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১ থেকে ১৪ বছর বয়স্কদের জন্য দুই ধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে। তাদের জন্য ৩ অথবা ২ বছর মেয়াদী অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার (নন-ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিছু সংখ্যক বেসরকারী সংস্থার এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচী তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সহজতর হবে। অথবা তাদের সরাসরি গণশিক্ষার আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও যদি সম্ভব হয়, তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত হবে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসংগে আরো দুটি গ্রুপের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে ৬ বছরের কম বয়স্ক শিশু এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ৩৫ বছরের উপরের প্রবীণ এবং বৃদ্ধ।

শিশুদের জন্য গণশিক্ষা প্রকল্পের বাইরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার (আর-লি চাইলডহুড এডুকেশন) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মসজিদ, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সেটেলাইট স্কুলে অথবা কোন বাড়িতে এ কর্মসূচী মূলত স্থানীয় প্রচেষ্টায় এবং বেসরকারী উদ্যোগে চালু করা যেতে পারে।

১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের নরনারী হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে সক্ষম এবং উৎপাদনক্ষম জনগোষ্ঠী। সুতরাং তাদের বিশেষভাবে গণশিক্ষার টারগেট হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত হবে এবং তাদের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আসার জন্য বেশি উৎসাহিত করতে হবে। তবে এর বেশি বয়সের লোকদের জন্য গণশিক্ষা কেন্দ্রের দরজা বন্ধ থাকা উচিত হবে না। যদি সেচ্ছায় আসতে চায় তবে তাদেরও নিতে হবে।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৬-১০ বছর বয়সের সকল শিশুকে পর্যায়ক্রমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে মোট ভর্তির হার শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ। দু'হাজার সাল নাগাদ এই হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা ভর্তির হার নয় ড্রপ আউট

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

51-B

উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

(চ) জেলা সমন্বয় কমিটি ঃ জেলা পর্যায়ে সমন্বয় পর্যালোনা এবং প্রয়োজনীয় সমর্থন দেবার জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি জেলা সমন্বয় কমিটি থাকতে পারে। জেলা সম্পদ কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক এই কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারেন।

(ছ) উপজেলা সমন্বয় কমিটি উপ-জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে একটি উপজেলা সমন্বয় কমিটি থাকতে পারে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার এই কমিটি সদস্য সচিব হতে পারেন।

(জ) গণশিক্ষা কেন্দ্র কমিটি ঃ প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আলাদা কমিটি গঠন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার অথবা প্রস্তাবিত গ্রাম-সরকার প্রধান এই কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক এই কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্বে থাকতে পারেন।

(ঝ) উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক কেন্দ্রের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে এর জন্য তারা সামান্য সম্মানী পেতে পারেন।

(ঞ) প্রতি ১৫/২০টি কেন্দ্রের জন্য একজন খন্ডকালীন সংগঠক থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সহযোগিতায় তিনি কেন্দ্রের আওতায় নিরক্ষর ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র স্থাপন করবেন। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য তদারকী কমিটি গঠন করবেন এবং তার আওতাভুক্ত কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন কর-বেন। এছাড়া তিনি মাসিকভিত্তিতে উপজেলা শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাবেন। তিনিও মাসিক সম্মানী পাবেন।

(ট) প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত একজন খন্ড-কালীন শিক্ষক নিয়োজিত করতে হবে। তাকে ন্যূনপক্ষে ৮ম শ্রেণী পাস হতে হবে। তিনিও সম্মানী ভাতা পাবেন।

প্রশিক্ষণ ঃ গণশিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যের একটি প্রধান পূর্বশর্ত হল, শিক্ষক, সংগঠক এবং পরিদর্শকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক ও সংগঠক দ্বারা এ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন মোটেও সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণ ৩টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া এবং ময়মনসিংহে পরিদর্শক এবং মুখ্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা, কুমিল্লা একাডেমী, বগুড়া একাডেমী, নিয়েয়ার এবং প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের জন্য সরকারী বেসরকারী সংস্থার সুযোগ-সুবিধাও ব্যবহার করা যেতে পারে যদি সম্ভব হয় বেসরকারী সংস্থার সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রশিকষণ দেয়া সবচেয়ে ভাল হবে। এ প্রসঙ্গে সাভারে অবস্থিত ব্রাক এবং পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ দুটো কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ দুটো কেন্দ্রের বিশেষ করে ব্র্যাক এর ৫১ বিঘা জমিতে চমৎকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সাধারণত উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুখ্য প্রশিক্ষক (মাষ্টার ট্রেনার) হিসাবে কাজ করবেন।

জেলা পর্যায়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সংগঠকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং উপজেলা পর্যায়ে সংগঠক এবং কেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ সপ্তাহ হওয়া উচিত। ভারতেও এই মেয়াদ ২১ দিন। তবে সম্পদের সল্পতার কথা বিবেচনা করে কমপক্ষে ১০দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতেপারে।

উপকরণ প্রস্তুত, সংগ্রহ ও বিতরণঃ গণশিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য একটি 'কোর' কারিকুলাম থাকা অত্যাবশ্যক। এই কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাইমারী, টিচার গাইড এবং অন্যান্য সহায়ক পুস্তিকা তৈরি করতে হবে। পুস্তক প্রকাশ এবং বিতরণের কাজটি বিকেন্দ্রীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। জেলা সম্পদ কেন্দ্রের এটি অন্যতম দায়িত্ব হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য উপকরণ যথা হারিকেন, ব্ল্যাক বোর্ড, ডাষ্টার, চক হাজিরা খাতা, কাঠপেন্সিল, খাতা ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব জেলা সম্পদ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকতে পারে।

একথা বলা প্রয়োজন যে উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগঠক এবং শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যতীত গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা আত্মঘাতী হবে।

সম্পদ সংগ্রহ ঃ গণশিক্ষা কর্মসূচী বর্তমান সরকারের একটি অত্যন্ত বড় কর্মসূচী হবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। সারা দেশব্যাপী এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনি-য়োগের প্রয়োজন হবে। সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ এবং অন্যান্য বহুজাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। ইউএনডিপি, ইউনিসেফ এবং ইউনিস্কো এ কর্মসূচীর জন্য সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্ব-ব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও গণশিক্ষা প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া নোরাড, সিডা, নেদারল্যান্ড এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সংস্থার নিকট থেকে সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

সুপারিশঃ প্রস্তাবিত গণশিক্ষা কর্মসূচীর রূপ রেখা, বিস্তৃতি বাস্তবায়ন কলাকৌল, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ইত্যাদি যথাশীঘ্র সম্ভব চূড়ান্ত করা প্রয়োজন এবং বর্তমানে চালু সীমিত আকারে প্রকল্পটির পরিবর্তে নতুন প্রকল্প যথাশীঘ্র সম্ভব চালু করা অত্যন্তজরুরী।

গণশিক্ষা কর্মসূচী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

(৬–এ পৃঃ পর)

এবং অকৃতকার্যতা। অপচয়ের হার প্রায় ৬৫ শতাংশ। এই অপচয়ের রোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৬–১০ বছর গ্রুপের এটি অংশ (সম্ভবত ক্ষুদ্র অংশ) যাদের বয়স উপরের দিকে (৮–১০) তার হয়ত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় ফিরে যেতে চাইবে না। তাদের জন্যও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা গণশিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গণশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে গ্রাম, বিশেষ করে গ্রামের কিশোরী এবং বয়স্ক মহিলা। নিরক্ষরতার হার তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫+২৯.২) শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষদের শিক্ষার হার শতকরা ৩৯.৭ শতাংশ এবং মহিলাদের শিক্ষার হার ১৮.৮ শতাংশ। অর্থাৎ পুরুষদের চেয়ে অর্ধেকেরও কম। কাজেই সংগত কারণেই বালিকা এবং মহিলাদের সাক্ষরতার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে।

গণশিক্ষার প্রস্তাবিত কৌশল ও পদ্ধতি ঃ আগেই বলা হয়েছে গণ–শিক্ষার দুটি টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে ১১–১৪ বছর বয়স্ক যাদের জন্য প্রধানত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। অন্য গ্রুপটি হচ্ছে ১৫–৩৫ বছরের নিরক্ষর ব্যক্তিরা যাদের জন্য ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে।

গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একাধিক বিকল্প পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্রভিত্তিক সরকারী প্রচেষ্টা বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ২৭টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলায় ৬০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। এর মধ্যে ২০টি মহিলা নিরক্ষরদের জন্য। প্রতিটি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থী একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকার নিকট প্রতিদিন গড়ে ২ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৫/৬ দিন শিক্ষা লাভ করে থাকে। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের প্রতি উপজেলায় নূন্যতম ১০০টি কেন্দ্র চালু করতে হবে যার মধ্যে অন্তত ৪০টি হবে মহিলাদের জন্য। উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত গ্রাম–সরকার কেন্দ্রগুলো পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে।

(খ) বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) এবং ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচীঃ বর্তমানে চালু প্রকল্পে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে অনেকগুলি বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পে আরো অধিক সংখ্যক বেসরকারী সংস্থা এবং ধর্মীয় প্রতি–ষ্ঠানকে মক্তব, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, মসজিদ সমাজ ইত্যাদি সম্পৃক্ত করা উচিত হবে। বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

(গ) গণচেতনা ও গণ অংশ গ্রহণের (মাস মবিলাইজেশন এবং প্রোগ্রাম অব মাস পার্টিসিপেশন)ঃ মাধ্যমে উল্লেখ–যোগ্য সংখ্যক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সম্ভব হবে। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ছাত্র, গৃহিণী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি স্কাউটস এবং গাইডস, সমবায় সমিতি ইত্যাদি সাক্ষরতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থা (সমাজ কল্যাণ অধিদফতর, মহিলা মন্ত্রণালয়, সমবায় অধিদফতর, যুব অধিদফতর, আনসার ও ভিডিপি, ব্যাংক ইত্যাদি) এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এই কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা যেতে পারে।

(ঘ) উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কাজের সাথে সাক্ষরতা–উত্তর কর্ম–সূচীকে সম্পৃক্ত করতে হবেঃ ব্যবহারিক বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নব্য সাক্ষরপ্রাপ্তরা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা নব্য সাক্ষরদের এব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। উদারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সম্থসারণ কাজের উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে পোষ্টার, প্রচারপত্র এবং বুকলেট প্রকাশ এবং বিলি করে থাকে। যেহেতু এগুলোর ভাষা যথেষ্ট শক্ত এবং বেশ মার্জিত ভাষায় প্রকাশ করা হয়, নব্য সাক্ষররা এর থেকে উপকৃত হয় না। যদি এসব পোষ্টার প্রচারপত্র এবং লিফলেট আরো সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় নব্য সাক্ষরদের জন্য লেখা হয় তা হলে লাভ হবে দ্বিবিধ। প্রথমত নব্য সাক্ষর প্রাপ্তরা সম্থসারণ বাণী বুঝতে পারবে এবং এর থেকে উপকৃত হবে। দ্বিতীয়ত এ সমস্ত জিনিস নব্য সাক্ষরদের পড়ার একটি প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করবে।

(ঙ) গণশিক্ষায় গণমাধ্যম ঃ বলা বাহুল্য যে গণশিক্ষায় গণমাধ্যম এক অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারে। রেডিও টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন গণজাগরণ সৃষ্টি করা যায় অন্যদিকে নিরক্ষরকে ব্যবহারিক শিক্ষাও দেয়া যায়। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতে এই মাধ্যমটির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন

(ক) জাতীয় গণশিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (ন্যাশনাল এডভাইজারী কমিটি ফর মাস এডুকেশন) গণশিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি গণশিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের চেয়ারপারসন হতে পারেন। শিক্ষামন্ত্রী, ভাইস চেয়ার–পারসন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং সচিবগণ, কয়েকজন সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবক এর সদস্য হতে পারেন। শিক্ষা সচিবকে এই পরিষদের সদস্য–সচিবের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

(খ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, আন্তঃ মন্ত্রণার এবং আন্তঃসেক্টর সম–ন্বয়ের জন্য শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(গ) গণশিক্ষা কার্যক্রম অধি–দফতরঃ বর্তমান গণশিক্ষা প্রকল্প অফিসটি প্রয়োজনীয় লোকবলসহ একটি আলাদা অধিদফতরে উন্নীত করা যেতে পারে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সার্ভিস (এম আই এস) মনিটরিং এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ এবং সংরক্ষণের জন্য একটি এম আই এস স্থাপন করা যেতে পারে।

(ঙ) জেলা সম্পদ কেন্দ্রঃ গণশিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত সংগ্রহ ও সরবরাহ, শিক্ষক, সংগঠক এবং পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা কেন্দ্রসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন এই জেলা সম্পদ কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব হতে পারে। এই কেন্দ্রের দায়িত্ব একজন সহকারী পরিচালকের